১৪-০৫-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস : ২৯-০৩-৮২ মধুবন

সত্যিকারের বৈষ্ণব অর্থাৎ সর্বদাগুণ-গ্রাহী

আজ বাপদাদা মালা গাঁথছিলেন । কোন্ মালাটি ? প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ আত্মার শ্রেষ্ঠ গুণের মালা গাঁথছিলেন --- কেননা বাপদাদা জানেন যে শ্রেষ্ঠ পিতার প্রতিটি শ্রেষ্ঠ সন্তানের নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে । নিজের নিজের গুণের আধারে সঙ্গমযুগে শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ প্রাপ্ত করছে। বাপদাদা আজ বিশেষভাবে পেয়াদা গ্রুপ অর্থাৎ পদচারী সৈনিক গ্রুপের গুণ দেখছিলেন। যদিও পুরুষার্থের বিষয়ে লাস্ট গ্রুপ বলা হবে কিন্তু তাদের মধ্যেও বিশেষ গুণ নিশ্চয়ই আছে আর সেই বিশেষ গুণ-ই হল ঐ আত্মাদের বাবার আপন হওয়ার বিশেষ আধার । তাই বাপদাদা প্রথম নম্বর থেকে শেষ নম্বরের গভীরতায় যাচ্ছেন না। কিন্তু শেষের নম্বর থেকে প্রথম নম্বর পর্যন্ত গুণ দেখছেন। একেবারে শেষ নম্বরেও গুণবান আত্মাই রয়েছেন । পরমাত্ম-সন্তান আর কোনো গুণ থাকবেনা , সেতো হতে পারেনা। সেই বিশেষ গুণের আধারেই ব্রাহ্মণ জন্মে জীবনযাপন করছে অর্থাৎ জীবিত রয়েছে । ড্রামা অনুযায়ী সেই বিশেষ গুণটি-ই উঁচু থেকে উঁচু বাবার সন্তান করেছে । সেই গুণের আধারেই প্রভু-পছন্দ রূপে পরিণত হয়েছে , তাই গুণের মালা গাঁথছিলেন । তেমনই প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মার গুণ দেখলে শ্রেষ্ঠ আত্মা রূপের ভাব সহজে এবং স্বতঃই অনুভব হবে কারণ গুণ-ই হল শ্রেষ্ঠ আত্মার মুখ্য আধার। অনেক আত্মারা গুণের বিষয়ে অবগত থাকা সত্বেও জন্ম- জন্মানতরের আবর্জনা দেখতে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন গুণ না দেখে কেবল অবগুণ-ই দেখে। কিন্তু অবগুণ দেখা , অবগুণ ধারণ করা এমনই একটি ভুল যেন স্থূল রূপে অশুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করা। স্থূল রূপে যদি কেউ অশুদ্ধ ভোজন গ্রহণ ক'রে তবে ভুল অনুভব হয় কিনা । লিখে দাও যে ভোজন গ্রহণের ধারণায় দুর্বলতা আছে। তো ভুল বুঝতে পারো তাইনা ! ঠিক সেইরকম যদি কোনো আত্মার অবগুণ বা অক্ষমতা নিজের মধ্যে ধারণ করে নাও তাহলে বুঝবে যে অশুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করেছ। সত্য বৈষ্ণব নয় , বিষ্ণু-বংশী নয় , কিন্তু রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী হয়ে যাবে তাই সর্বদা গুণ-গ্রাহী স্বরূপে গুণ-মূর্ত হও।

বাপদাদা আজ বাচ্চাদের চতুরতার খেলা দেখছিলেন । স্মরণে আসছে তাইনা --- নিজেদের খেলা ! সবচেয়ে বড় কথা হল অন্যদের অবগুণ দেখা , জানা আর এইরূপে নিজেকে খুব চালাক ভেবে নেওয়া , নলেজফুল ভেবে নেওয়া । কিন্তু জ্ঞাত হওয়া অর্থাৎ পরিবর্তন হওয়া । যদিওবা জেনেছ , কিছু মূহুর্তের জন্যে নলেজফুলও হয়েছ , কিন্তু নলেজফুল হয়ে কি করেছ ? নলেজকে লাইট আর মাইট বলা হয় , জেনে নিয়েছ যে এইটি হল অবগুণ কিন্তু নলেজের শক্তি দ্বারা নিজের এবং অন্যের অবগুণ গুলি ভস্ম করেছ ? পরিবর্তন করেছ ? পরিবর্তিত হয়েছ বা পরিবর্তন করেছ কিংবা প্রতিশোধ নিয়েছ ? যদি নলেজের লাইট মাইট কাজেই না লাগিয়েছ তবে কি তাকে সজ্ঞান বলা যাবে , নলেজফুল বলা যাবে ? নলেজের লাইট মাইট কাজে লাগানোর পদ্ধতি না জানা মানে তেমনই হল যেন দ্বাপরযুগী শাস্ত্রবিদ্ - দের শাস্ত্র-জ্ঞান। এমন জ্ঞানী হওয়ার চেয়ে অবগুণের অজ্ঞানীরা অনেক ভাল। ব্রাহ্মণ পরিবারে নিজেদের মধ্যে এমন আত্মাদের কৌতুক করে মূর্খ ভেবে নেওয়া হয়। নিজেদের মধ্যে বলো কিনা যে তুমি তো মূর্খ , কিছুই জ্ঞান নেই। কিন্তু এই বিষয়ে মূর্খ হওয়া ভাল। না-ই অবগুণ দেখবে , না-ই ধারণ করবে , না-ই বানী দ্বারা বর্ণনা করে পরচিন্তনের সূচিতে নিজের নাম রাখবে। অবগুণ তো হল আবর্জনা, তাইনা । যদি দেখছ তবে মাস্টার জ্ঞান - সূর্য

রূপে আবর্জনা ভস্ম করার শক্তি আছে , তাহলে শুভ-চিন্তক হও। বুদ্ধিতে একটুও আবর্জনা থাকলে শুদ্ধ বাবার স্মরণে বুদ্ধি টিকবেনা। প্রাপ্তি করাও হবেনা । আবর্জনা ধারণে অভ্যস্ত হয়ে গেলে না চাইতেও বুদ্ধি বারবার সেই আবর্জনার দিকেই যাবে। ফলে পরিণতি কি হবে ? সেইটি-ই ন্যাচারাল সংস্কার হয়ে যাবে। সেই সংস্কার পরিবর্তনে পরিশ্রম আর সময় দুই-ই লেগে যাবে। অন্যদের অবগুণ বর্ণনা করা অর্থাৎ নিজেও পরচিন্তনের অবগুণে বশীভূত হওয়া । কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারোনা যে - অন্যের অক্ষমতার বর্ণনা করা মানে নিজের সমায়িত করার বিশেষ শক্তির দুর্বলতাকে প্রত্যক্ষ করা। কোনও আত্মাকে সর্বদা গুণ-মূর্ত হয়ে দেখো। যদি কারো কোনো কমজোরী আছে , মর্যাদার বিপরীতে কার্যকলাপও আছে তবে বাপদাদার দ্বারা নির্ধারিত নিমিত্ত সুপ্রীম কোর্টে নিয়ে এসো। নিজেই উকিল এবং জাজসাহেব হয়ে যেওনা। ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক ভুলে জজ - উকিল হয়ে যাও তাই ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি স্থির থাকেনা । কেস জমা করার নিষেধ নেই কিন্তু ভেজাল বা মিক্সচার এবং অসাধুতা কোরোনা । যতখানি সম্ভব শুভ-ভাবনা দ্বারা ইংগিত করবে। না-ই নিজের মনে রাখবে আর না-ই অন্যের মনমনাভবের পুরুষার্থে বিঘ্ন স্বরূপ হবে। তাহলে চতুরতার কি খেলা করো ? যে কথাটি সমায়িত করার দরকার সেইটি বিস্তৃত করে দাও আর যে কথাটি বিস্তৃত করা দরকার সেইটি সমায়িত করে দাও এই বলে যে এই কথাটি তো সবার মধ্যেই রয়েছে । সুতরাং নিজেকে সর্বদা অশুদ্ধি থেকে দূরে সরিয়ে রাখো। মন্সাতে হোক বা বানীতে , কর্মে অথবা সম্বন্ধ - সম্পর্কে অশুদ্ধির উপস্থিতি , সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে দেবে। সময় পার হয়ে যাবে। তারপর " পাওনা ছিল " এই লিস্টে নাম থাকবে। প্রাপ্তি স্বরূপের লিস্টে নাম থাকবে না। সর্ব খাজানার মালিকের সন্তান হয়ে অপ্রাপ্তি আত্মাদের লিস্টে নাম থাকলে , ভাল লাগবে ? তাই নিজের প্রাপ্তির পুরুষার্থে মন দাও। শুভচিন্তক হও। কোনো রকমের বিকারের বশীভূত হয়ে নিজের চতুরতা দেখিওনা। এই ভ্রষ্ট চতুরতা অল্পকালের জন্যে নিজেকে আনন্দ দেবে বা সঙ্গী-সাথীরাও তোমার চতুরতার গুণগান করবে কিন্তু কর্মের গতির কথাও স্মরণে রেখো। ভ্রষ্ট চতুরতা একদিন উল্টো করে ঝুলিয়ে দেবে। এখন অল্পকালের জন্যে কাজ সম্পন্ন করতে চতুরতা দেখাবে, সেই কাজ সম্পন্ন করার পরিবর্তে ততখানি চিৎকার করতে হবে। অনেকে এমন চতুরতা দেখায় যেন বাপদাদা , দিদি , দাদি সকলকেই চালিয়ে নেবে। এইরকম সব উপায় জানে তারা। অল্পকালের ভ্রান্ত প্রাপ্তির জন্যে রাজি করে নেবে , কাজ চালিয়ে নেবে কিন্তু প্রাপ্তি কতখানি হল আর কি কি খোয়া গেল । দুই তিন বছরের জন্যে নাম অর্জন করলে কিন্তু অনেক জন্মের জন্যে শ্রেষ্ঠ পদ থেকে নিজের অধিকার হারালে। তাহলে লাভ হল নাকি ক্ষতি হল ?

আরও চতুরতার কাহিনী শোনাই ? এমন সময়ে আবার জ্ঞানের পয়েন্ট ব্যবহার ক'রে যে এখন প্রত্যক্ষ ফল তো প্রাপ্ত করো ভবিষ্যতে দেখা যাবে। কিন্তু প্রত্যক্ষফল হল সদাকালের অতীন্দ্রিয় সুখের , অল্পকালের নয়। যতই প্রত্যক্ষফল প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জ করুক কিন্তু অল্পকালের সুনামে আর খুশীর অনুভূতির সাথে মাঝে মধ্যে তারা অসন্তুষ্টতার কাঁটা যুক্ত ফল অবশ্যই খেতে থাকবে। মনের প্রসন্নভাব বা সন্তুষ্টতার অনুভব করতে পারবেনা তাই এমন অবনমন কলার কারসাজি কোরোনা । বাপদাদার এমন আত্মাদের প্রতি করুণা হয় --- কি রূপে পরিণত হতে এসে কি রূপে পরিণত হচ্ছে ! সর্বদা এই লক্ষ্য রাখো , আমি যে কর্ম করছি , সেইটি কি প্রভু-পছন্দ কর্ম হল ? বাবা তোমাদের পছন্দ করেছেন তাই বাচ্চাদের কর্তব্য হল প্রতিটি কর্ম বাবার পছন্দ অনুরূপ , প্রভু-পছন্দ অনুরূপ করা। যেমন বাবা গুণ-মালা গলায় পরিয়ে দেন তেমনই গুণ-মালা পরো , নুড়ি-পাথরের মালা পরবেনা। রত্নের মালা পরো। আচ্ছা --

এমনই সর্বদা গুণ মূর্ত সদা প্রভু-পছন্দ , সর্বদা সত্য বৈষ্ণব , বিষ্ণুর রাজ্যের অধিকারী , সর্বদা শুভ ভাবনা দ্বারা ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টিতে সহজেই স্থির হয় , সর্বদা গুণ-গ্রাহী দৃষ্টি যুক্ত , সর্বদা বাবার সম স্বরূপধারী এমন নিকটের রত্নদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

পার্টিদের সঙ্গে

১ উঁচু থেকে উঁচু বাবার বাচ্চারা মাটিতে খেলা না করে অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দুলতে থাকো

সর্বদা নিজেকে সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ অনুভব করো ? প্রাপ্তি স্বরূপ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দোলায়মান থাকা। সর্বদা এক বাবা অন্য কেউ নয় .... এমন সঙ্গ অনুভব করবে। যখন বাবা সর্ব সম্বন্ধের আধারে আপন করেছেন তখন সর্বদা বাবার সঙ্গ চাই তাইনা ! যতই বিষম পরিস্থিতি হোক , পাহাড় সম পরিস্থিতি হোক কিন্তু তোমরা বাবার সঙ্গে উপরে উড়তে থাকো তাহলে কোথাও বাধার সম্মুখীন হবেনা । যেমন অ্যারোপ্লেনকে পাহাড় আটকাতে পারেনা , পাহাড়ে চড়তে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু যে উড়তে পারে সে সহজেই পার করে নেয়। এইরকম যেকোনো বিষম পরিস্থিতিতে , বাবার সঙ্গে উড়লে সেকেন্ডের মধ্যে পার হয়ে যাবে। কখনও দোলনা থেকে নীচে নামবেনা , তাহলেই মলিন হয়ে যাবে। মলিন হয়ে গেলে , বাবার সঙ্গে মিলন করবে কিভাবে । বহুকাল বিচ্ছিন্ন থেকে এখন মেলায় মিলন করতে এসে মলিন কিভাবে হবে। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে কুল-দীপক , নম্বরওয়ান বাচ্চা রূপে দেখতে চান। যদি বারবার মলিন হবে তবেতো স্বচ্ছ হতে অনেক সময় নষ্ট হবে তাই সর্বদা মেলায় মিলনে উপস্থিত থাকো। মাটিতে কদম কেন রাখো ! এত শ্রেষ্ঠ বাবার সন্তান হয়ে মলিন , কেউ বিশ্বাস করবে যে এরা হল উঁচু শ্রেষ্ঠ পিতার সন্তান তাইজন্য বিগতকে সমাপ্ত করো । যে পরবর্তী সেকেন্ড বিগত হল সেইটি সমাপ্ত । কোনোরকমের বিভ্রান্তিতে জড়িয়োনা । স্ব-চিন্তন করো , পর-চিন্তন শুনোনা , কোরোনা , এই কর্ম-ই মলিন করে। এখন থেকেই প্রশ্ন-চিহ্ন সমাপ্ত করে বিন্দু লাগিয়ে দাও। বিন্দু রূপে বিন্দু পিতার সঙ্গে উড়ে যাও। আচ্ছা !

২ অবসরপ্রাপ্ত আত্মাদের সেবা সময় নিয়ে করো তাহলেই সফল হবে :--

বাণপ্রস্থী অর্থাৎ যারা সর্বদা ফুরসতে রয়েছেন , যারা রিটায়ার হয়েছেন , তাদের সেবা করতে একটু পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে --- তারা কেবল আমন্ত্রণ কার্ড দিলেই আসবেননা। ফুরসতে অবস্থিত আত্মাদের সেবাও যথেষ্ট সময় দিয়ে করতে হবে কারণ তারা বানপ্রস্থী হওয়ার দরুন নিজেদের অনুভবী ভাবে। তাদের অনুভবী হওয়ার অভিমান থাকে তাইজন্য তাদের সেবা করতে বেশী সময় দিতে হবে এবং মিত্রতা বা স্নেহ-মিলনের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। বোঝানোর চেষ্টা করবেনা। মিত্রতার আধারে তাদের সঙ্গে দেখা করবে। এমন করে বলবেনা যে আপনারা এই কথাটি জানেন না , আমরা জানি। অনুভবের দেওয়া - নেওয়া করবে । তাদের কথা শুনবে তাহলে তারা ভাববে যে এরা আমাদের সম্মান দিচ্ছে । কাউকে কাছে টানতে হলে তাদের বিশেষত্বের বর্ণনা করো তারপর তাদের নিজের অনুভব শুনিয়ে নিকটে নিয়ে এসো। যদি বলো কোর্স করো , জ্ঞান শোনো তো

শুনবেনা তাইজন্য অনুভব শোনাও । বাপদাদাকে এখন বাণপ্রস্থি আত্মাদের পুষ্পগুচ্ছ উপহার দাও। তাদের মিত্র রূপে সহযোগী করে এখানে আমন্ত্রণ জানাও।

৩ বিনীত(নির্মান) হও তবেই নব নির্মাণের কর্তব্য অগ্রসর হবে :--

সর্বদা নিজেকে সেবার নিমিত্ত স্বরূপে সেবার শৃঙ্গার ভেবে চলো ? সেবাধারীর মুখ্য বিশেষত্ব-টি কি ? সেবাধারী অর্থাৎ নির্মাণকারী বা নির্মাতা সদা নির্মান বা বিনীত । নির্মাতা হওয়া এবং বিনীত থাকা । এই সেবায় সফলতার সাধন হল বিনীত ভাব । বিনীত হলেই সেবায় সর্বদা হাল্কা থাকবে। বিনীত নাহলে , মান-সম্মানের ইচ্ছা থাকলে সেটি বোঝা হয়ে যাবে। যারা বোঝা বা ভার নিয়ে চলে তারা সর্বদা থামবে। তীব্র বেগে যেতে পারবেনা তাইজন্য নির্মান অর্থাৎ বিনীত হওয়ার লক্ষণ হল হাল্কাভাব । যদি কোনোরকম ভার অনুভব হয় তবে বুঝবে নির্মান নয় বা বিনীত নয়।

৪ - সত্যিকারের রূহানী সেবাধারী অর্থাৎ সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতি একমাত্র বাবার কাছে করতে এবং করাতে পারে :--

সর্ব সম্বন্ধ এক বাবার সঙ্গে , বাবা সদা সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন , এমন অনুভব হয় ? তোমার সাথেই খাই , তোমার সাথেই বসি , তোমাকেই শুনি ..... এই অনুভব হয় তাইনা ? বাবা-ই হলেন সাচ্চা মিত্র (true friend) তাহলে অন্যদের সঙ্গে মিত্রতা করার প্রয়োজন-ই নেই । যে সম্বন্ধ চাই সেই সম্বন্ধের আধারে বাপদাদা সর্বদা সম্মুখে উপস্থিত আছেন। সুতরাং শিক্ষক অর্থাৎ যে আত্মা সর্ব সম্বন্ধের রসাস্বাদন এক বাবার সঙ্গে করতে পারে । একেই বলা হয় সত্যিকারের সেবাধারী । নিজের মধ্যে থাকলে অন্যদেরও সেই অনুভূতি করাতে পারবে। যদি নিমিত্ত স্বরূপ আত্মাদের কোনো রসনা তৃপ্তি হয়নি তবে যে আত্মারা নতুন আসবে তাদের মধ্যেও সেই তৃপ্তির অনুভূতির অভাব থাকবে। তাই সর্ব রসনার অনুভব করো এবং করাও। আচ্ছা । ওমশান্তি ।

বরদান :- জ্ঞানের খাজনা দ্বারা মুক্তি -জীবনমুক্তির অনুভবকারী সর্ব বন্ধনমুক্ত হও (ভব)।

ব্যাখ্যা :- জ্ঞান রত্নের খাজানা হল সর্বশ্রেষ্ঠ খাজানা , এই খাজানা দ্বারা এই সময়েই মুক্তি-জীবনমুক্তির অনুভূতি করতে পারো। জ্ঞানী তুমি আত্মা হয় সে , যে দুঃখ অশান্তির সব কারণগুলি সমাপ্ত করে বিভিন্ন বন্ধনের জাল কেটে মুক্তি বা জীবনমুক্তির অনুভব ক'রে। অনেক ব্যর্থ সংকল্প থেকে , বিকল্প থেকে আর বিকর্ম থেকে সর্বদা মুক্ত থাকা --- এই হল মুক্ত - জীবনমুক্ত অবস্থা।

স্লোগান :- বিশ্ব পরিবর্তক হল সেই আত্মা যে নিজের , শক্তিশালী বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করে দেয় ।